দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

সততা স্টোর গঠন সংক্রান্ত নীতিমালা

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুযায়ী তরুণ প্রজন্মের মাঝে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ইতোমধ্যে "সততা সংঘ" গঠিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নৈতিকতা ও সততা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত সততা শিক্ষা ও এর চর্চা আবশ্যক। এক্ষেত্রে দেশের কোনো কোনো জেলা/উপজেলার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা চর্চার লক্ষ্যে বিক্রেতাবিহীন সততা স্টোর চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা উক্ত স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা ও আদর্শ গঠনে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের প্রতিটি জেলার যেকোনো ১টি উপজেলায় ১টি বালিকা বিদ্যালয় এবং ১টি বালক বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও উদ্যোগে "সততা স্টোর" স্থাপন, চালু ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নিম্নে উক্ত স্টোরের গঠন ও কার্যপরিচালনা পদ্ধতি উল্লেখ করা হল:

১. **নাম-** সততা স্টোর।

২. **স্থান-** স্কুল ক্যাম্পাসের উপযুক্ত কোন কক্ষ।

৩. **অর্থের উৎস-** শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে স্টোরের প্রাথমিক পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ করবেন।

৪. **পণ্যের বিবরণ-** খাতা, কলম, পেন্সিল, রবার, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, রং পেন্সিল, চিপস, বিস্কুট ছাড়াও সততা সংঘের পরিচালনা কমিটির নিকট যেসকল পন্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হবে।

৫. **পরিচালনা কমিটি-** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট মহানগর/জেলা/উপজেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি/সম্পাদক কর্তৃক গঠিত কমিটি এ স্টোর পরিচালনা করা হবে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটি নেই, যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত তিন জন শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এ স্টোর পরিচালনা করবেন।

৬. **মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি-** বাজার মূল্যের সমান।

৭. **ছাত্র-ছাত্রীদের মালামাল ক্রয়ের নিয়মাবলী-** সততা স্টোরে প্রবেশের পূর্বে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী মানতে হবে:

(ক) স্টোরে প্রবেশের সময় রেজিস্টারে নাম, শ্রেণি ও রোল লিখতে হবে।

(খ) পণ্যের মূল্য তালিকা দেখে যে সকল জিনিস ক্রয় করা হবে প্রয়োজনে রক্ষিত ক্যালকুলেটরে তার দাম হিসাব করতে হবে।

(গ) পন্যের দাম পরিশোধের জন্য সমপরিমাণ খুচরা টাকা দিতে হবে।

(ঘ) স্টোরের ভিতরে টেবিলে রাখা সাদা কাগজে যে সকল জিনিস কেনা হল তার নাম ও টাকার পরিমাণ লিখে উক্ত কাগজটি ও পণ্যের মূল্যবাবদ পরিশোধিত টাকা উক্ত টেবিলে রাখা একটি খামে ভরে খামটি ক্যাশবাক্সে ফেলতে হবে।

(ঙ) স্টোরে একটি প্রি-অর্ডার বাহি থাকবে। যদি চাহিদামত জিনিস না পাওয়া যায় তবে প্রি-অর্ডার বুকে অর্ডার দিতে হবে।

৮. **মনিটরিং কমিটি-** উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা ও মহানগরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট মহানগর/জেলা/উপজেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি/সম্পাদক বা তার মনোনীত প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমন্বয়ে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে।

৯. মনিটরিং কমিটির দায়িত্ব- মনিটরিং কমিটি পরিচালনা কমিটির সাথে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার বৈঠক করে হিসাব-নিকাশ যাচাই ও ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর তালিকা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থ স্টোর পরিচালনা কমিটির নিকট প্রদান করবেন।

১০. স্টোরের মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত বিধান- পরিচালনা পর্ষদের অধিযাচন ও অর্থায়ন মোতাবেক স্টোরের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় অনুসরণ করতে হবেঃ

(ক) ০১ দিন অন্তর অন্তর স্টোর মনিটর করতে হবে।

(খ) কোনো পণ্যের চাহিদা আছে কিনা তা দেখতে হবে।

(গ) নিয়মিত পণ্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) মজুদ লিপিবদ্ধ করা ও নিয়মিত মজুদ পরীক্ষা করতে হবে।

(ঙ) রেজিস্টারে পণ্যের ধরণ ও পরিমাণ লিখতে হবে।

(চ) পণ্যের গায়ে মূল্য লেবেল লাগাতে হবে।

(ছ) প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ক্যাশ বাক্স খুলে হিসাব করতে হবে।

(জ) একটি মূল্য তালিকা স্টোরের দৃশ্যমান স্থানে টানানো থাকতে হবে।

১১. এ নীতিমালা কমিশনের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের পরামর্শক্রমে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

১২. এ নীতিমালা জারীর দিন থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

০৮.১১.২০১৬

(ড. মো: শামসুল আরেফিন)
মহাপরিচালক (প্রতিরোধ)
ফোন: ৯৩৫৮৯৫১
Email: dg.prevention@acc.org.bd.